দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... MAY 03 2000
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এইচএসসি পরীক্ষার চতুর্থ দিনে নকলের দায়ে ৩ সহস্রাধিক বহিষ্কার

স্টাফ রিপোর্টার ঃ এইচএসসি পরীক্ষার চতুর্থ দিনে গতকাল বাংলা ২য় পত্রের পরীক্ষায় দেশজুড়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নকল অনুষ্ঠিত হয়। কর্তৃপক্ষ নকলের মহামারী সামান্যতমও রোধ করতে পারেনি। বরং নকলের ব্যাপকতায় তারা এখন অনেকটাই হতাশ হয়ে পড়েছেন। যে কারণে নকল প্রবণ কেন্দ্রগুলোতে কড়াকড়ি শিথিল করায় এখন সেখানে নকল করতে পরীক্ষার্থী ও তাদের সহযোগীদের আর দাঙ্গাহাঙ্গামা, ভাংচুর করতে হচ্ছে না। গতকাল দেশের ৫টি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে নকলের দায়ে ৩ হাজারেরও অধিক ছাত্রছাত্রী এবং নকলে সহযোগিতার জন্য ৩ জন শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়। এর মধ্যে রাজশাহী বোর্ডে ১ হাজার ৪৭৬ জন , কুমিল্লা বোর্ডে ৫৪৩ জন, ঢাকা বোর্ডে ৪৫২ জন, যশোর বোর্ডে ৩২৫ জন এবং চট্টগ্রাম বোর্ডে ৮৮ জন নকলবাজ পরীক্ষার্থী রয়েছে। নকলে সহযোগিতার জন্য রাজশাহী বোর্ডের নবাবগঞ্জ ও রংপুর থেকে দু'জন এবং যশোর বোর্ডের ঝালকাঠি কেন্দ্র থেকে ১ জন শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়। ঝালকাঠি বহিষ্কৃত শিক্ষককে চাকুরী থেকে সাসপেন্ডও করা হয়েছে। রাজশাহী বোর্ডে ১ জন ভূয়া পরীক্ষার্থী গ্রেফতার হয়। গতকাল কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম বোর্ডের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো থেকে কর্মকর্তারা প্রায় অর্ধশত বস্তা নকল উদ্ধার করেন। তবে নকল বহন করার জন্য উদার কর্তৃপক্ষ কাউকে বহিষ্কার করেননি। একমাত্র কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যানই মুরাদনগর ডিআর কলেজ, কোম্পানীগঞ্জ বদিউল আলম কলেজ, দেবীদ্বার কলেজ, প্রভৃতি কেন্দ্র থেকে ২৫ বস্তা নকল উদ্ধার করে পুড়িয়ে ফেলেন। কোম্পানীগঞ্জ বদিউল আলম কলেজ কেন্দ্রের প্রতি বেঞ্চে ৩ জন করে পরীক্ষার্থী গায়ে গায়ে বসে পরীক্ষা দেয়ায় বোর্ড চেয়ারম্যান তপন কান্তি চৌধুরী প্রচণ্ড অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তবে কোন অনিয়মের জন্য তিনি কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। চট্টগ্রাম বোর্ডের বিভিন্ন কলেজ কেন্দ্র থেকে পরীক্ষার্থীদের দেহ তল্লাশি করে বস্তা বস্তা নকল উদ্ধার করা হলেও এ বোর্ডে রহস্যজনক কারণে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেয়ায় বহিষ্কারের সংখ্যা বর্তমানে অনেক কমে গেছে। কুমিল্লা বোর্ডেও পরিদর্শক কর্মকর্তারা এখন আর নকলের জন্য তেমন কড়াকড়ি করে বহিষ্কারে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। অথচ বাংলা পরীক্ষাতেও ইংরেজীর মত পাল্লা দিয়ে সর্বত্র দেদারছে নকল চলছে। এদিকে ভিজিল্যান্স টিমের কর্মকর্তারাও বেশীরভাগই মফস্বলের কেন্দ্রগুলো নিয়মিত পরিদর্শনে যাচ্ছেন না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কেউ কেউ দু'একটি কেন্দ্র গেলেও বেশীক্ষণ সেখানে থাকেন না। স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা কিছু কিছু স্থানে দু'চার জনকে নকলের জন্য বহিষ্কার করলেও বোর্ড কর্মকর্তাদের তৎপরতা অনেকটাই কমে গেছে। তারা নকল দেখেন, নকল ধরেন, কিন্তু বহিষ্কার বা সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই না নিয়ে শুধু অসন্তোষ প্রকাশ করে চলে আসছেন।

গতকাল ঢাকা বোর্ডের জামালপুর জেলায় ১৫৬ জন, ময়মনসিংহে ৬৯, টাঙ্গাইলে ৫৮, নেত্রকোনায় ৫১, মাদারীপুরে ২২, নরসিংদীতে ২৫, গাজীপুরে ১২, ফরিদপুরে ১১, মুন্সিগঞ্জে ৯, কিশোরগঞ্জে ৯, গোপালগঞ্জে ৮, মানিকগঞ্জে ৬, শরীয়তপুরে ৬, শেরপুরে ৬, নারায়ণগঞ্জে ৫ ও ঢাকা মহানগরীতে ২ জনকে নকলের জন্য বহিষ্কার করা হয়।